আজ চতুর্থী.... হিন্দুস্তান পার্কের পুজোর প্রতিমা।

কালীপুজোয় উদ্বোধন জিঞ্জিরাবাজার-বাটানগর ব্রিজের

স্টাফ রিপোর্টার: দুর্গাপুজোয় নতুন বেইলি ব্রিজের উদ্বোধনের মতোই এবার দীপাবলিতেও নতুন একটি ফ্লাইওভার পেতে চলেছে শহরবাসী। নবান্ন সূত্রে খবর, কালীপুজোয় উদ্বোধন হতে চলেছে জিঞ্জিরাবাজার-বাটানগর উড়ালপুল। নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর, কালীপুজোর দিন এই উড়ালপুল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মাঝেরহাটের বিকল্প বেইলি ব্রিজ খুলে দেওয়া হল সাধারণের জন্য। মাত্র ৩৮ দিনে নতুন এই ব্রিজ তৈরি করল পূর্ত দফতর। দুর্গা পুজোর আগে এই নতুন ব্রিজের ফলে মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ফলে তৈরি হওয়া অনেক সমস্যার সমাধান হল বলে মনে করছে নবান্ন। তার উপর নতুন করে শহরবাসীর পাওনা এই মহেশতলা ফ্লাইওভার। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে ফোর লেনের এই ব্রিজ। নতুন এই মহেশতলা ব্রিজটি ৭.৮ কিমি দীর্ঘ। রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'ওই এলাকার মানুষের বহুদিনের চাহিদা ছিল নতুন এই ব্রিজের। তাঁদের কথা মাথায় রেখেই জিঞ্জিরাবাজার-বাটানগর ব্রিজ আমরা তৈরি করেছি। এই ব্রিজ খুলে দেওয়া হলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও শহরতলির মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে।' এই উড়ালপুল তৈরির গোটা অর্থই ব্যয় করেছে নগরোন্নয়ন দফতর। দফতর সূত্রে খবর, জেএনইউআরএম প্রকল্পের অধীনে এটি তৈরি করা হয়েছে। বজবজ, মহেশতলা সহ শহরতলির যানযটের সমস্যা মেটাতে ২০১১ সালে এই উড়ালপুলটি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

সিইএসসিতে রেকর্ড সংখ্যক আবেদনপত্র

স্টাফ রিপোর্টার: সিইএসসিতে পুজো প্যান্ডেলে স্পেশাল কানেকশন এবার রেকর্ড সংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে। বৃহস্পতিবার(১১ অক্টোবর) সন্ধ্যা পর্যন্ত জমা পড়া আবেদন পত্রের সংখ্যা ৪২৩৩। সিইএসসি'র সূত্র থেকে বলা হয়েছে, শুক্রবার থেকেই কলকাতায় বাড়তি বিদুৎ বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ৬০০ কর্মী কাজ করবেন। বাড়ি এবং পুজো প্যান্ডেলগুলিতে বিদ্যুতের জোগান ও বিদুৎ সংরক্ষিত রাখতে পুলিশ, দমকল, পুরসভাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা হবে। ভাগীরথীর দুপারেই সিইএসসি ব্যবস্থা মেনে পুজোর আয়োজকরা যাতে তাদের কাজ করতে পারে সেদিকেও নজর রাখা হবে। প্রসঙ্গত, গত বছর সিইএসসি এরিয়ার ৪১৬৩ পুজো প্যান্ডেল পরিদর্শণ করেছে রেকর্ডসংখ্যক দশনার্থী। বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা এই সময় রাজ্যে হাজির হন। এবারও সেই প্রবণতা বজায় রয়েছে। কলকাতাকে সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বলতম প্রদর্শনী হিসাবে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁদের। সিইএসই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এবার স্পেশাল পুজো পাওয়ার কানেকশনের সংখ্যা গত বছরকে ছাপিয়ে যেতে পারে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরও সিইএসসি এর অর্ন্তভুক্ত। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে হাওড়া ও শ্রীরামপুর। এই দু'টি অঞ্চলেই পুজো নিয়ে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। গত বছর সিইএসসি এলাকায় পুজো প্যান্ডেলের জন্য আবেদন পত্র জমা পড়েছে ৪১৬৩। এবছর প্রকৃত পুজোর সংখ্যা আরও বেশি। বহুতল বাড়িগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক পুজোগুলিও রয়েছে। এইসব পুজোগুলির মধ্যে কয়েকটি শহরের বহু পুরনো পুজো রয়েছে। সিইএসসি এলাকায় গত বছর পুজো প্যান্ডেলগুলিতে বিদ্যুতের মোট চাহিদা ছিল ৫.১ মিলিয়ন ইউনিট। চলতি বছরেও সিইএসসির বিদুৎতের চাহিদা ২১৩১ মেগা ওয়াট। এবারও সিইএসসির দাবি, তারা পুজো প্যান্ডেলগুলির চাহিদা মেনেই বিদুৎ যোগান দিতে পারবে।

কারণ, তাদের নিজস্ব বিদুৎ উৎপাদন গুলি প্রস্তুত। সিইএসসির ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়্যার্ক ইতিমধ্যেই অনুসরণ করা শুরু হয়েছে। পুজো উৎসবের দিনগুলিতে সিইএসসির দুশোটি ইমারজেন্সি ভ্যান শহরে দিনরাত ঘুরে ঘুরে নজরদারি চালাবে, যাতে প্রয়োজন হলেই তারা ঘটাস্থলে ছুটে যেতে পারবে। এই ভ্যানগুলিতে থাকবে মোবাইল ফোন। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ স্থানে ১০০ শতাংশ রিপেয়ার টিমকেও মজুত রাখা হবে। সিইএসসির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তারা এর জন্য দুটি স্পেশাল হেল্প লাইন খুলেছে। প্রতিটি পুজো প্যান্ডেলগুলিকে সাহায্যের জন্য একজন করে সিইএসসির তরফে একজন করে নোডাল অফিসার থাকবেন। তবে সিইএসসির ক্যাশ অফিসগুলি ১৬ থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই পর্বে গ্রাহকরা তাঁদের ইলেকট্রিক বিল অনলাইনে যে কোনও সময় দিতে পারবেন।

চেতলা আলাপির উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রীকে গাছ উপহার। সম্পাদক অণির্বান চ্যাটার্জী সঙ্গে ফিরহাদ হাকিম।

বিদেশ ঘোরা আর পুজো উদ্বোধনই এখন মুখ্যমন্ত্রীর কাজ: সুজন

স্টাফ রিপোর্টার: একদিকে বিদেশ সফর, অপরদিকে পুজো উদ্বোধন। এই দুই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী।

প্রতিবারের মতো চলতি শারোদৎসবেও পুজো উদ্বোধনে সব থেকে বেশি চাহিদা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের। শুক্রবার রাজ্যের কর্মসংস্থান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ান সুজন চক্রবর্তী। রাজ্যের অধিগৃহীত বজবজের 'নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল' খোলার বিষয়ে এদিনই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বাম পরিষদীয় দলনেতা। সেই প্রসঙ্গ তুলেই সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এখন পাইকারী হারে পুজো উদ্বোধন করছেন আর বিদেশ ঘুরছেন, অথচ রাজ্যে একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন। আর রাজ্য সরকার নীরব।' রাজ্যের অধীনে থাকা বজবজের এই কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে পুজোর মুখে প্রায় ৪০০০ কর্মীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল বলে এদিন দাবি করেন সুজন চক্রবর্তী। অথচ শিল্পের কারণে মুখ্যমন্ত্রী বিদেশ যাচ্ছেন বলে দাবি করে বাম পরিষদীয় দলনেতার কটাক্ষ, 'মুখ্যমন্ত্রী শিল্পের নাম করে বিদেশ ঘুরছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত কোনো শিল্পের উদ্বোধন করতে পারছেন না।' সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী জার্মান ও ইটালি সফরে গিয়েছিলেন, সেখানে বেশ কিছু শিল্পের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে বলে দাবি নবান্নের। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে তথ্য চেয়ে তথ্য জানার অধিকারে মামলা করেছেন বাম পরিষদীয় দলনেতা। এদিনও একইভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সুজন। তাঁর বক্তব্য, 'উনি বিদেশ যাচ্ছেন আর ফিরে এসে শিল্পের কথা বলছেন, অথচ এখনও পর্যন্ত কত শিল্প রাজ্যে এসেছে তার কোনও হিসাব আছে কি।' পাশাপাশি এদিন বাম পরিষদীয় দলনেতা আরও বলেন, 'রাজ্য সরকার তার দায়িত্ব পালন করছে না। ভয়ঙ্কর অবস্থা। জানি না শ্রমিক-কর্মচারীকে মেরে উনি কি দেশ উদ্ধার করছেন।' বজবজের এই নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল তৎকালীন বাম সরকার আর্থিক সাহায্য করে বলে দাবি সুজনের। সমবায়ের মাধ্যমে এই জুট মিল চালানো হলেও পরবর্তী সময়ে চরম আর্থিক সমস্যায় পড়ে

বজবজের এই কারখানা। পরে রাজ্য সরকার তা অধিগ্রহণ করলেও কারখানা পুনরুজ্জীবনের কোনও কাজই করেনি বলে এদিন দাবি করেন বাম পরিষদীয় দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, 'কারখানা বাঁচাতে তৃণমূল সহ একাধিক শ্রমিক সংগঠন রাজ্য সরকারের দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ সরকার নির্বিকার। তারই ফলে পুজোর মুখে বেকার হতে হল ৪০০০ শ্রমিককে।' শিল্পের প্রসঙ্গ তুলে এদিন সুজন আরও বলেন ,'উনি কোনও কারখানা খুলতে পারছেন না। উল্টে একেরপর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী লাইন দিয়ে পুজো উদ্বোধন করছেন আর বিদেশ ঘুরছেন। এটা লজ্জার।' শিল্পের অবস্থা নিয়ে আগামীদিনে সরকারের বিরুদ্ধে আরও বড়সড় আন্দোলনে যাওয়ার ইঙ্গিতও দেন সুজন চক্রবর্তী।

মুকুল রায়কে 'গণৎকার' বলে তীব্র কটাক্ষ অধীর চৌধুরির

স্টাফ রিপোর্টার: অধীর চৌধুরির 'পদ্মযোগ' নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা উস্‌কে দিয়েছেন মুকুল রায়। এমনকি চলতি বছরেই প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন বলেও ইঙ্গিত দেন এই বিজেপি নেতা। তারই পাল্টা হিসাবে এবার সরাসরি মুকুল রায়কে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। শুক্রবার অধীর চৌধুরি বলেন, 'কোন গণৎকার কী বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না।' ইতিমধ্যেই প্রদেশ সভাপতির পদ খুইয়েছেন বহরমপুরের এই কংগ্রেস সাংসদ। এমনকি বিধানভবনের বাইরে নতুন একটি অফিসও খুঁজছেন কংগ্রেসের এই 'হেভিওয়েট' নেতা। সূত্রের খবর, দলেই কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছেন অধীর। সেখানে দাঁড়িয়ে মুকুল রায়ের বক্তব্য খানিকটা হলেও রাহুলের সঙ্গ ছেড়ে অধীরের অমিত শা'র সঙ্গে হাত মেলানো এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে মুকুলের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ অধীরের কটাক্ষ, 'কে কী বলবে আর তাতে আমাকে মন্তব্য করতে হবে? আমি সব বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করি না।' তবে এখানেই শেষ নয়। মুকুলকে উদ্দেশ্য করে অধীরের পাল্টা বক্তব্য, 'উনি কি গণৎকার যে সবার মনের কথা বুঝতে পারছেন? আমি তো মুকুল রায়কে আমার কুষ্ঠী বিচার করতে দিইনি।' যদিও সূত্রের খবর, মুকুল রায়ের সঙ্গে অধীর চৌধুরির সম্পর্ক যথেষ্টই ভাল। এর আগেও একাধিকবার গোপনে বৈঠক করেন মুকুল-অধীর। বহরমপুরের সাংসদকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণও জানান একদা তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড।' তবে সেই সময় রাজ্য কংগ্রেসের সেনাপতির দায়িত্ব থাকায় মুকুলের আবেদনে সাড়া দেননি অধীর। তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে।

ULUBERIA MUNICIPALITY
ULUBERIA * HOWRAH

TENDER NOTICE

Notice Inviting Tender NIT: WB/MAD/BUM/16/e-Tender/2018-19 dated 12.10.2018. Details are available in www.wbtender.gov.in

Executive Officer
Uluberia Municipality

NORTH DUM DUM MUNICIPALITY
163, M.B. Road, Birati, Kolkata-700051
E-Mail ID: northdumdum@gmail.com/ nddmboc@bsnl.in

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the experienced and bonafide manufacture/ supplier/ firm for supply of Conservancy Articles-Machinery spares (for van, rickshaw trailer container cover trailer repairing) as per specification (mention in annexure) within 2.00 pm on 03.11.2018. Sealed tender will be deposited at P.H & conservancy Department under North Dum Dum Municipality. For further detail tender information please visit Municipal website **www.northdumdummunicipality.org**

Sd/-
Chairman
North Dum Dum Municipality

NORTH DUM DUM MUNICIPALITY
163, M.B. Road, Birati, Kolkata-700051
E-Mail ID: northdumdum@gmail.com/ nddmboc@bsnl.in

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the experienced and bonafide manufacture/ supplier/ firm for supply of Conservancy Articles-Machinery spares as per specification (mention in annexure) within 2.00 pm on 03.11.2018. Sealed tender will be deposited at P.H.D & conservancy Department under North Dum Dum Municipality. For further detail tender information please visit Municipal website **www.northdumdummunicipality.org**

Sd/-
Chairman
North Dum Dum Municipality

'ভ্রাম্যমান ল্যাব' নিয়ে খাদ্য পরীক্ষা পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: শহরে প্রথম খাদ্যে ভেজাল আছে কি না তা দেখতে 'ভ্রাম্যমান ল্যাব' ঘুরতে আরম্ভ করল। শুক্রবার শহরের বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁতে এই ল্যাব নিয়ে অভিযান করেছে কলকাতা পুরসভা। এমনকি পুজো মণ্ডপগুলিতেও ঘুরবে এই গাড়ি। খাবারে কোনও রকম অসুবিধে মনে হলেই এই গাড়িতে থাকা যন্ত্রের মাধ্যেমে তা পরীক্ষা করা হবে। এদিন পার্কস্ট্রীট ও তার সংলগ্ন সেভেন পয়েন্টে যতগুলি রেস্টুরেন্ট আছে সেগুলিতে তাদের খাবার পরীক্ষা করা হয়েছে বলেই জানা গেছে।

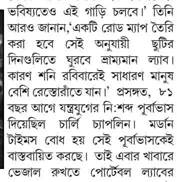

এই বিষয়ে মেয়র পারিষদ(স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ জানান, 'বিভিন্ন রেস্তোরাঁর রান্নাঘর বা রান্না করার পদ্ধতি ঠিক আছে কি না তা দেখতে বেশ কয়েকদিন ধরে অভিযান চলছিল। তবে এদিন সেই অভিযানের পাশাপাশি এই ভ্রাম্যমাণ ল্যাবটিকেও নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলে মোটামুটি সব রেস্তোরাঁই উত্তীর্ণ।' এই ভ্রাম্যমান ল্যাব নিয়ে সাধারণ মানুষ বেশ উৎসাহিত বলেই মনে হয়েছে বলেই জানান অতীনবাবু। তিনি জানান, 'কলকাতায় খাদ্যে ভেজাল নিরোধক যে কর্মসূচি রয়েছে, তাতে এই ভ্রাম্যমাণ ল্যাব মাইলস্টোন হিসাবে থেকে গেল। সোমবারও এই অভিযান হবে উত্তর কলকাতাতে। মূলত পথে যেসব খাবার বিক্রি হয় সেখানেই। ভবিষ্যতেও এই গাড়ি চলবে।' তিনি আরও জানান,'একটি রোড ম্যাপ তৈরি করা হবে সেই অনুযায়ী ছুটির দিনগুলিতে ঘুরবে ভ্রাম্যমান ল্যাব। কারণ শনি রবিবারেই সাধারণ মানুষ বেশি রেস্তোরাঁতে যান।' প্রসঙ্গত, ৮১ বছর আগে যন্ত্রযুগের নি:শব্দ পূর্বাভাস দিয়েছিল চার্লি চ্যাপলিন। মর্ডান টাইমস বোধ হয় সেই পূর্বাভাসকেই বাস্তবায়িত করছে। তাই এবার খাবারে ভেজাল রুখতে পোর্টেবল ল্যাবের ব্যবস্থা করল কলকাতা পুরসভা। বছরভরই খাদ্যে ভেজাল বুখতে তৎপর থাকে কলকাতা পুরসভা। মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ নিজে দিনের পর দিন অভিযান করেছেন। তবে এখন ভেজাল খাবার কি না সেই খোঁজ দেবে খোদ 'পোর্টেবল ল্যাব'। 'ধাপ্পাবাজি'র কোনও জায়গাই নেই। খাবারের নাড়িনক্ষত্র বলে দেবে এই ভ্রাম্যমান গাড়িতে থাকা ল্যাব। এই মেশিনটি চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ডাড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ জানিয়েছিলেন, 'পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই এই গাড়ি ঘুরবে। ভবিষ্যতে এই ভ্রাম্যমান গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো হবে। এই গাড়িতে হেল্পার, ড্রাইভার ছাড়া একজন ল্যাব ট্যাকনিশিয়ান ও একজন অ্যানালিস্ট থাকবে এবং খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকরাও থাকবেন। যদি কোনও ব্যক্তি খাবারের গুণমান পরীক্ষা করতে চান বা কোনও দোকানের খাবারের কোয়ালিটি পরীক্ষা করতে চান, তা হলে পুরসভার দেওয়া টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করবেন। সঙ্গে সঙ্গেই পৌছে যাবে ওই গাড়ি। এটি একটি মোবাইল হ্যান্ড তার মধ্যেই থাকবে ল্যাব। যার দ্বারা খাবার চেখে দেখা যাবে সেটা ভেজাল কি না। যা দিচ্ছে ফুড সেফটি স্ট্যার্ডাডি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। এদিন কলকাতাতে শহরে এই প্রথম এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা নজিরবিহীন। মেশিনটি কলকাতা জুড়ে ঘুড়ে বেড়াবে। সাধারণ মানুষই দেখতে পারে খাবারে ভেজাল আছে কীনা। ধরা যাক, কোনও একটি রেস্তোরাঁতে খেতে যাওয়া হয়েছে তবে মনে হচ্ছে খাবারে ভেজাল আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে, তখন ওই পোর্টেবল ল্যাবই সাহায্য করবে ভেজাল আছে কি না তা জেনে নিতে। খাবারের ভেজাল রুখতে নিসন্দেহে বড় ভূমিকা পালন করবে এই পোর্টেবল ল্যাব।

L&T Financial Services
Housing Finance

[illegible]

দখলের বিজ্ঞপ্তি
[বিধি-৮(১)]

[illegible]

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা/গণ সহ-ঋণ গ্রহীতা/গণ এবং জামিনদারগণ (নাম)	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অর্থের পরিমাণ (₹)	তারিখ ও অধিগ্রহণের প্রকৃতি
KOLHL16000203	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] প্রতীকি অধিগ্রহণ
KOLHL14000188	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] প্রতীকি অধিগ্রহণ

[illegible]

তারিখ: [illegible]
স্থান: কলকাতা

স্বা:/-
অনুমোদিত অফিসার
[illegible]